দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 1 . 1999 ... ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৭ ......

68

কাল ভিসি অফিস ঘেরাও

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রমে মারাত্মক অচলাবস্থা

ইঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ শীর্ষ তিন ছাত্র সংগঠনের পৃথক দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ, ভাঙচুর ও অবরোধের প্রেক্ষিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম মারাত্মক অচলাবস্থায় নিপতিত হতে চলেছে। ছাত্র রাজনৈতিক তৎপরতার উপর কর্তৃপক্ষ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কর্তৃপক্ষ নামকাওয়াস্তে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদানের মধ্যে তাদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখায় ছাত্র সংগঠনগুলো প্রতিদিনই আইন ভাঙ্গ করে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়েরী থেকে বাদ দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও এর প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমানের নাম পুনঃ সংযোজনের দাবীতে ছাত্রদল ভার্সিটির জনসংযোগ অফিস ভাঙচুর করে সপ্তাহাধিককাল ধরে ছাত্র ধর্মঘট চালিয়ে আসছে। ছাত্র লীগ মূলতঃ কিছু সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে, বর্তমান ভিসি কায়েস উদ্দীনকে দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে ভিসির পদত্যাগ দাবী করে দু'দফা ভিসি অফিস ভাঙচুর, স্মারকলিপি পেশসহ বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে। শিবির গতকাল ক্যাম্পাসের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে বিক্ষোভ করেছে। সব মিলিয়ে ক্যাম্পাসের প্রধান তিনটি ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভে, আন্দোলনে একাডেমিক কার্যক্রমে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটলে কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় শুধুমাত্র প্রদর্শনসর্বস্ব বিপুল পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করেই ক্ষান্ত হয়েছে। ওদিকে বিপুলসংখ্যক বহিরাগত সন্ত্রাসীদের মহড়া অব্যাহত রয়েছে। ফলে ক্যাম্পাসে নতুন কোন সংঘর্ষে বহিরাগতদের সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা তীব্র হয়ে উঠেছে। ছাত্রদল তাদের দাবী আদায়ে বাধ্য করতে ২ ফেব্রুয়ারী ভিসি অফিস ঘেরাও কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। এদিকে, জনসংযোগ অফিস ভাঙচুরের দায়ে ছাত্রদলের সভাপতি ও সেক্রেটারী এবং ভিসি অফিস ভাঙচুরের দায়ে ছাত্র লীগ সভাপতি ও সেক্রেটারীকে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।